বিএসএমআর মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ

১৪/৬-১৪/২৩, পল্লবী, মিরপুর-১২, ঢাকা-১২১৬
ফোন- ০১৭৬৯-৭২১০১০, ফ্যাক্স-০২-৫৮০৫১০১০
ই-মেইল: regoffice@bsmrmu.edu.bd, ওয়েবঃ www.bsmrmu.edu.bd

দৈনিক ইনকিলাবের ৩১ আগস্ট ২০২৪ সংখ্যায় "নিয়োগ বাণিজ্যের তথ্য ফাঁস করায় চাকরিচ্যুত হচ্ছেন সহকারী রেজিস্ট্রার ওসমান" শীর্ষক শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ-এর বক্তব্য নিম্নরূপ:

মোঃ ওসমান হারুন-অর-রশীদ-এর নিজ জেলা বগুড়া হওয়া সত্ত্বেও বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ২০১৭ইং সালে তৎকালীন আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ-এর প্রভাব খাঁটিয়ে তথ্য গোপন ও মিথ্যা তথ্য প্রদান এবং স্বাক্ষর জালিয়াতি করে জাল অভিজ্ঞতা সনদপত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ-এ সহকারী রেজিস্ট্রার পদে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। সংস্থাপন দপ্তরে বদলির পূর্ব থেকেই তিনি এবং সংস্থাপন পরিদপ্তরের তৎকালীন সহকারী রেজিস্ট্রার ড: ফরহাদ হোসেন এর সাথে তাল মিলিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগে দুর্নীতি করতেন। সংস্থাপন শাখায় যোগদানের পর হতেই মোঃ ওসমান হারুন-অর-রশীদ সরাসরি নিয়োগ বাণিজ্যের সাথে যুক্ত হন এবং জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে অবৈধ প্রভাব বিস্তার করতে থাকেন। মোঃ ওসমান হারুন-অর-রশীদ কর্তৃক রেকর্ডকৃত অডিও ক্লিপগুলোতে তিনি নিজে অপর সহযোগীর সাথে কথোপকথন করেছেন। যার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, উক্ত নিয়োগ বাণিজ্যের সাথে তিনি নিজেও জড়িত ছিলেন। তদুপরি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ উক্ত নিয়োগ বাণ্যিজ্যের পরিকল্পনার সাথে সম্পৃক্ত অপর ব্যক্তিকেও ইতোমধ্যে দন্ড প্রদান করেছেন। নিয়োগ বাণিজ্যে একচ্ছত্র প্রভাব ধরে রাখার লক্ষ্যে তিনি ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে পরিকল্পিতভাবে সহকর্মীদের ফাঁসানোর চেষ্টা করেন মর্মে অডিও ক্লিপে প্রতীয়মান হয়। সংস্থাপন শাখায় বদলির পর উক্ত শাখার অধীনস্থ কর্মচারীদের কাছ থেকে অবৈধভাবে অতিরিক্ত ভাতা গ্রহণ করেন, নিজ শ্যালককে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগের ব্যাপারে অবৈধভাবে প্রশ্নপত্র ফাঁস ও উত্তরপত্র সরবরাহসহ নিয়োগের সর্বক্ষেত্রে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখে শ্যালককে অবৈধভাবে নিয়োগ প্রদানে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করেন। এছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের বিভিন্ন কাজে গড়িমসি করেন। সংস্থাপন পরিদপ্তরে তার বিভিন্ন অনিয়ম ও অবৈধ কার্যক্রমের দরুন তাকে ২০২১ সালে সংস্থাপন পরিদপ্তর হতে বদলি করা হয়। বদলি পরবর্তী তার অনিয়ম ও অবৈধ কৃতকর্মের জন্য তদন্ত বোর্ড গঠন করা হয়। উক্ত তদন্ত বোর্ড কর্তৃক তার বিরুদ্ধে অধীনস্থ কর্মচারীদের নিকট হতে অধিকাল ভাতা গ্রহণ, তথ্য গোপন ও মিথ্যা তথ্য প্রদান এবং স্বাক্ষর জালিয়াতি করে জাল অভিজ্ঞতা সনদপত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজের নিয়োগ এবং পরবর্তীতে নিজ শ্যালককে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির আশ্রয় নিয়ে প্রশ্নপত্র ফাঁস ও উত্তরপত্র নিজে মূল্যায়নসহ নিজে ইনভিজিলেটর-এর দায়িত্ব নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে শ্যালককে সহযোগিতা করার মাধ্যমে নিয়োগের ব্যাপারে প্রত্যক্ষ সহযোগিতাসহ বিভিন্ন অনিয়ম, দুর্নীতি, অবৈধ আর্থিক লেনদেন ও অসদারচণের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্তক্রমে তাকে বিশ্ববিদ্যালয় হতে ২০২৩ সালে সাময়িক বরখাস্ত করা হয় এবং তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অসদাচরণের জন্য বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। মামলা চলাকালে তিনি উচ্চ আদালতে সাময়িক বরখাস্তের বিরুদ্ধে রিট করলে আদালত সাময়িক বরখাস্তের স্থগিতাদেশ প্রদান করেন। পরবর্তীতে সুপ্রিম কোর্টের আপীল বিভাগ কর্তৃক উক্ত সাময়িক বরখাস্তের স্থগিতাদেশের বিরুদ্ধে Stay আদেশ জারির মাধ্যমে সাময়িক বরখাস্ত বহাল রাখা হয়।

পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিভাগীয় মামলার অংশ হিসেবে তার বিরুদ্ধে তিন সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত বোর্ড গঠন করা হয়। তদন্ত বোর্ড কর্তৃক তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে তার তথ্য গোপন ও মিথ্যা তথ্য প্রদান এবং স্বাক্ষর জালিয়াতি করে জাল অভিজ্ঞতা সনদপত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজের নিয়োগ, নিজ শ্যালককে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ এবং কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির অভিযোগসমূহ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় সিন্ডিকেট কর্তৃক তাকে চাকুরিচ্যুত করার সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় হতে চাকুরিচ্যুত হবেন বিধায় বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে জাতীয় পত্রিকা ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তার উক্ত দুর্নীতিমূলক ও অবৈধ কৃতকর্মকে ধামাচাপা দিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে নানান ধরনের অপপ্রচার, মিথ্যা ও বিভ্রান্তিমূলক তথ্য প্রদান করাসহ বিভিন্নভাবে প্রতারণার আশ্রয় নিচ্ছেন ও প্রপাগান্ডা চালিয়ে যাচ্ছেন। এতে করে নানা ছলচাতুরীর পন্থা অবলম্বন করে বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ নৌবাহিনীর স্বনামধন্য চৌকস ও ন্যায়পরায়ণ কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে মানহানিকর ও সম্পূর্ণ মিথ্যা তথ্য প্রকাশের মাধ্যমে তাদের সুনাম ও চরিত্র হননের চেষ্টা করছেন যা একান্ত অনভিপ্রেত ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

মোঃ ওসমান হারুন-অর-রশীদ কর্তৃক সরবরাহকৃত নিয়োগ বাণিজ্যের অডিও ক্লিপগুলোর কারণে তাকে চাকুরিচ্যুত করা হয়নি। বরং তার তথ্য গোপন ও মিথ্যা তথ্য প্রদান এবং স্বাক্ষর জালিয়াতি করে জাল অভিজ্ঞতা সনদপত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজের নিয়োগ, অবৈধ আর্থিক লেনদেন এবং নিজ শ্যালককে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগসহ বিভিন্ন অনিয়ম ও অভিযোগসমূহ যথাযোগ্যভাবে প্রমাণিত হওয়ায় চাকুরি হতে বহিষ্কার করা হচ্ছে। এখানে উল্লেখ্য যে, মোঃ ওসমান হারুন-অর-রশীদ-এর বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগসমূহ তদন্ত করার লক্ষ্যে গঠিত ০২টি তদন্ত বোর্ডেই তাকে যথেষ্ট বার আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে মোঃ ওসমান হারুন-অর-রশীদ একজন মিথ্যাবাদী, ধূর্ত, অসৎ এবং পূর্ব থেকেই দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তি। প্রমাণস্বরূপ তিনি অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের পূর্বে বাংলাদেশ বার কাউন্সিল-এ গ্যারেজ নির্মাণের টাকা আত্মসাৎ করার দায়ে তাকে চাকুরিচ্যুত করা হয়।